দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট প্যাসেশন

গম্ভীর মুখে নিজের ছোট্ট, অপরিসর ল্যাবরেটরিতে বসে আছে ওয়াল্টার সিলস। বেশিরভাগ সময় মুখ গোমড়া করেই থাকে সে। কারণ জীবন তার কাছে নিরানন্দ এবং কঠিন। খুব কষ্টে সৃষ্টে দিন চলছে ওয়াল্টার সিলসের। মাঝে মাঝে আকরিক বিশ্লেষণ-করে আর ক'টা পয়সাই বা মেলে? অথচ অন্যেরা, যারা বাইরের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কাজ করছে, তারা সিলসের কয়েকগুণ বেশি অর্থ উপার্জন করে।

জানালা দিয়ে হাডসন নদীর দিকে তাকাল ওয়াল্টার সিলস। পড়ন্ত সূর্যের লাল আবিরে টকটকে নদীর পানি। সিলস ভাবছে তার এবারের গবেষণা ফলপ্রসূ হবে কিনা। যদি হয় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবে সে। আর না হলে? থাক, সে কথা না বলাই ভালো।

ভেজান দরজাটা ক্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ কঁ শব্দে খুলে গেল। উঁকি দিল ওর সদা হাস্যময় সহকারী ইউজেনি টেলর। ওকে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করল সিলস। ল্যাবরেটরিতে ঢুকল ইউজেনি।

'হ্যাল্লো, ওল্ড সোক,' হাসি হাসি মুখে বলল সে। 'চলছে কেমন?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সিলস। 'তোমার মতো জীবনটাকে সহজ ভাবে দেখতে পারলে বেশ ভালো হত, জেনি। তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি কিছুই ভালো চলছে না। আমার টাকার দরকার। আর যত টাকা আমি চাই ততই কম পাই।'

'আমার পকেটও ফাঁকা,' বলল ইউজেনি, 'তাতে কি হয়েছে? পকেটে পয়সা নেই বলে কি আমি মুখ গোমরা করে থাকি! আপনার পঞ্চাশ চলছে। মাথায় দ্রুত টাক পড়ে যাবার দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কোনো বিষয় নিয়ে আপনার ভাববার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না আমার। আমি ত্রিশে পা দিয়েছি। খামোকা দুশ্চিন্তা করে এই বয়সে আমার সুন্দর বাদামী চুলগুলো হারাতে চাই

না। সে যাক। নতুন আইডিয়ার কি খবর বলুন তো ?'

'দেখতে চাও ? বেশ চল দেখাচ্ছি।'

সিলসের পেছন পেছন একটা ছোট টেবিলের ধারে চলে এল টেলর। টেবিলের ওপর সারি সারি ছোট টিউব। এর একটার মধ্যে আধ ইঞ্চির মতো চকচকে ধাতব কি একটি পদার্থ রাখা। 'এটাকে সোডিয়াম-মার্কারী মিকশ্চার বা সোডিয়াম অ্যামালগামও বলতে পার,' জিনিসটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল সিলস।

"অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সল্যুশন" লেখা একটা বোতল তুলে নিল সে শেলফ থেকে। খানিকটা ঢালল টিউবে। সাথে সাথে সোডিয়াম অ্যামালগামের চেহারা বদলাতে শুরু করল, রূপান্তর ঘটল স্বপ্নের মতো একটা পদার্থে।

'ওটা,' ওদিকে চোখ রেখে বলল সিলস, 'অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম, অ্যামোনিয়াম র‍্যাডিকাল (NH_4) এখানে ধাতব হিসেবে কাজ করছে, মিশছে পারদের সঙ্গে।'

মিশ্রণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর ঢালল লিকুইড।

'অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম খুব বেশি টেকসই নয়,' জানাল সে টেলরকে। 'কাজেই দ্রুত কাজ করতে হবে।' সে ফেকাসে হলুদ রঙের, সুগন্ধযুক্ত একটা লিকুইডের ফ্লাক্স হাতে নিল, তারপর ওটা ঢালল টিউবে। কিছুক্ষণ টিউবটা ঝাঁকানর পরে অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম অদৃশ্য হয়ে গেল, আর পড়ে রইল ছোট্ট ধাতব এক টুকরো লিকুইড।

হাঁ করে টেস্ট-টিউবের দিকে তাকিয়ে রইল টেলর। 'কি হল ?'

'এই লিকুইড হল হাইড্রাক্সিন থেকে প্রাপ্ত বস্তু। এ জিনিসই আমার আবিষ্কার। এর নাম দিয়েছি অ্যামোনালিড। এটার ফর্মূলা নিয়ে এখন কাজ করিনি তবে তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হল এটা অ্যামালগাম থেকে আমোনিয়াম গলিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে। টিউবের তলার ওই ড্রপগুলো খাঁটি পারদ। অ্যামোনিয়াম এখন দ্রবীভূত।'

টেলর চুপ করে রইল। সিলস উৎসাহের সঙ্গে বলে যাচ্ছে, 'এর মানে বুঝতে পারছ না ? খাঁটি অ্যামোনিয়াম বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে গেছি আমি। আমার আগে এ কাজ আর কেউ করে নি! কাজটার সফল সমাপ্তি মানে খ্যাতি, সাফল্য, নোবেল প্রাইজ আরো কত কি!'

'ওয়াও!' এতক্ষণে বুলি ফুটল টেলরের মুখে। 'দেখি তো জিনিসটা।' টিউবের দিকে হাত বাড়াল সে। তাকে বাধা দিল সিলস।

'কাজটা এখন শেষ হয়নি, জেনি। এটার ফ্রি মেটালিক পর্যায় আমাকে যেতে হবে। যখনই অ্যামোনালিডকে অদৃশ্য করে ফেলতে যাই, ভেঙে পড়ে অ্যামোনিয়াম...তবে এ সমস্যার সমাধান আমি করবই!'

হপ্তা দুয়েক পরের ঘটনা। ঘটনাস্থল ওয়াল্টার সিলসের গবেষণাগার। রসায়নবিদ বন্ধুর কাছ থেকে জরুরি ফোন পেয়ে হন্তদন্ত ছুটে এসেছে টেলর। ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই জানতে চাইল, 'সমস্যার সমাধান হয়েছে?'

'হয়েছে। যা ভেবেছি তারচে' অনেক বেশি পেয়ে গেছে।' বলল সিলস। 'আসলে শুরুতে ভুল পদ্ধতিতে কাজ করেছি। দ্রাবকটাকে গরম করে নিতাম আমি। ফলে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়াম সব সময় ভেঙে যেত। এবার ফ্রিজিং পদ্ধতিতে ওটাকে আলাদা করে নিয়েছি। লবণ জারণ করার মতো ঘটনাটা ঘটেছে। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে ওটা বরফে পরিণত হয়েছে। ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেই ফ্রিজ হয়েছে অ্যামোনালিড।'

ছোট একটি বীকারে (রাসায়নিক কাজে ব্যবহৃত কাঁচের পাত্র) দিকে আঙুল তুলে দেখান সে নাটকীয় ভঙ্গিতে। একটা কাঁচের কেসের মধ্যে বীকারটা। বীকারের মধ্যে ম্লান, হলদে রঙের, সূঁচের মতো ক্রিস্টাল। ক্রিস্টালের ডগায় হলুদ রঙের পাতলা একটা আস্তরণ।

'কেস কেন?' জিজ্ঞেস করল টেলর।

'অ্যামোনিয়াম ঠিক রাখতে আর্গন (বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস) ভরতে হয়েছে আমাকে। গ্যাসটা খুবই কাজের।'

banglainternet.com

প্রশংসার দৃষ্টিতে প্রফেসরের দিকে তাকাল টেলর, খুশি মনে পিঠ চাপড়ে দিল।

'দাঁড়াও, জেনি। আরো আছে।'

টেলরকে ঘরের আরেক প্রান্তে নিয়ে গেল সিলস। কাঁপা আঙুলে আরেকটি এয়ার টাইট কেস দেখাল। ওতে এক হলুদ রঙের ধাতু তীব্র আলোক ছটা নিয়ে ঝলসাচ্ছে।

'বন্ধু, ওটা হল অ্যামোনিয়াম অক্সাইড ($NH4O_2$) ওটা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয়। ওটাকে দিয়ে সহজে অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা যায়। তবে জিনিসটাকে

সোনার মতো দেখাচ্ছে, তাই না ? এটার সম্ভাব্যতা দেখতে পাচ্ছ তুমি ?'

'আমি দেখতে পাচ্ছি ?' বিস্ফোরিত হল টেলর। 'আরে এ জিনিসে সারা দেশ ভরে যাচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছি আমি। আপনি এ দিয়ে অ্যামোনিয়াম গহনা, অ্যামোনিয়াম প্লেটের টেবল-ওয়্যার সহ আরো কত শত জিনিস যে বানাতে পারবেন। তা ছাড়া এ দিয়ে শিল্প কারখানায় আর কত কাজে যে লাগতে পারে তা কে জানে ? আপনি বড়লোক হয়ে গেছেন, ওয়াল্ট, বড়লোক!'

'আমরা বড়লোক হয়ে গেছি,' তাকে শুধরে দিল সিলস। টেলিফোনের দিকে পা বাড়াল। 'সংবাদপত্রগুলোকে এ যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্পর্কে জানিয়ে দেব।'

'কিন্তু ব্যাপারটা আরো ক'টা দিন গোপন রাখলে ভালো হত, ওয়াল্ট,।' কপালে ভাঁজ পড়েছে টেলরের।

'আরে, আমি ওদেরকে স্রেফ সাধারণ-একটা আইডিয়ার কথা জানাব। তাছাড়া আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। কারণ প্যাটেন্ট অ্যাপ্লিকেশনটা এ মুহূর্তে ওয়াশিংটনে।'

সিলস ভেবেছিল কোনো ঝামেলা হবে না। কিন্তু বড় ধরনের ঝামেলা হয়ে গেল। পরবর্তী দুটো দিন ওদের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল।

অ্যাকমে ক্রোমিয়াম অ্যান্ড সিলভার প্লেটিং কর্পোরেশনের অত্যন্ত বদমেজাজী মালিক শিল্পপতি জে. থ্রগমর্টন ব্যাঙ্কহেড সকালে নাস্তার টেবিলে বসে রুটিতে মাখন লাগাচ্ছিল আর খবরের কাগজে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক শিল্পপতির খবর পড়ে তার চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছিল। রেগে গেলে তাঁর মুখ লাল হয়ে ওঠে, বেড়ে যায় প্রেসার। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পপতির চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে গিয়ে নয়, তার প্রেসার মাথায় উঠে গেল আরেকটি খবর পড়ে। খবরটির শিরোনাম এরকম : "পণ্ডিত রসায়নিবিদের সোনার বিকল্প আবিষ্কার।" ব্রেড গিলে মাত্র ধূমায়িত কফির কাপ হাতে নিয়েছে থ্রগমর্টন, খবরটা দেখে কফিটা তার হাতেই রয়ে গেল, মুখে তোলা হল না। সে দ্রুত পড়ে ফেলল খবরটা : "এই নতুন ধাতুটি," লেখা হয়েছে, "সম্পর্কে এর আবিষ্কর্তা বলছেন এটি ক্রোমিয়াম, নিকেল বা সিলভারের চেয়েও উন্নত এবং এই ধাতু দিয়ে তৈরি গহনার মূল্যও পড়বে অনেক কম।'

banglainternet.com

এ পর্যন্ত পড়েই থেমে গেল জে. থ্রগমর্টন। কল্পনায় দেখতে পেল নুতন ধাতুর কাছে মার খেয়েছে তার ক্রোমিয়াম এবং সিলভার, ধ্বংস হয়ে গেছে তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য। সাথে সাথে প্রেসার উঠে গেল থ্রগমর্টনের। হাত কাঁপতে শুরু করল। কাঁপা হাতে ধরা কফির কাপ থেকে গরম কফি চলকে পড়ল উরুতে। 'আউ!' করে উঠল থ্রগমর্টন। একই সাথে ছুঁড়ে ফেলে দিল কফির কাপ। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন শব্দে ভাঙল ওটা। তার স্ত্রী ভয়ানক আতঙ্কে উঠল। 'কি হয়েছে, জোসেফ? কি হয়েছে?' বলতে বলতে এগিয়ে এল সে।

'কিছু হয়নি,' খেঁকিয়ে উঠল থ্রগমর্টন। 'এখান থেকে যাও তুমি।'

বলে নিজেই উঠে দাঁড়াল, ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আর তার স্ত্রী ভাঙা কফির কাপের দিকে নজর না দিয়ে পত্রিকায় চোখ বুলাতে লাগল। হন্যে হয়ে খুঁজছে সেই খবর যা তার বদরাগী স্বামীকে ভয়ানক রাগিয়ে দিয়েছে।

ফিফটিনথ স্ট্রিট-এ "বব'স ট্যাভার্ন"-এ প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান পিটার কিউ হর্নসওগল বরাবরের মতো উজির-নাজির মারছিল। কংগ্রেসে থাকাকালীন সে কি কি মহাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারই বানান গপপো। কয়েকজন আগ্রহ নিয়ে শুনছে তার গল্প। বার-টেণ্ডারের হাতে খবরের কাগজ। তবে পড়ছে না সে। হাঁ করে গল্প শুনছে। গল্প বলতে বলতে হঠাৎ কাগজের বিশেষ একটা খবরের দিকে নজর আটকে গেল হর্নসওগলের। এ খবরটাই উত্তেজিত করে তুলে দিল শিল্পপতি জে. থ্রগমর্টনকে। পিটারও খবরটা পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে তার শ্রোতাদের দিকে ফিরে বলল, 'বন্ধুগণ, সিটি হল-এ খুব জরুরি একটা কাজ আছে আমার। এক্ষুণি যেতে হবে সেখানে।' সে বার-কিপারের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'তোমার কাছে ২৫ সেন্ট হবে, ভায়া? আমার মানিব্যাগটা আবার মেয়রের অফিসে ফেলে এসেছি ভুলে। কাল টাকাটা দিয়ে দেব।'

শত হলেও প্রাক্তন কংগ্রেস ম্যান! মানিব্যাগ ভুল করে কোথাও ফেলে রেখে আসতেই পারে। বারম্যান পঁচিশ সেন্ট দিল পিটারকে। টাকাটা চট করে পকেটে পুরে বার থেকে বেরিয়ে এল পিটার কিউ হর্নসওগল।

ফার্স্ট এভিন্যুর ঘিঞ্জি কোনো এলাকার ছোট, স্বল্পালোকিত একটি ঘর।

banglainternet.com

মাইকেল ম্যাগুয়ের, পুলিশের খাতায় যার পরি চিতি মাইক দ্য স্লাগ নামে ? সে তার রিভলভার পরিষ্কার করতে করতে একটি গানের সুর ভাঁজছিল। হঠাৎ দরজায় শব্দ হতে মুখ তুলে তাকাল মাইকেল।

'স্ল্যাপি নাকি ?'

'হ, বস।' ভেতরে ঢুকল বেঁটেখাঁটো, হাড়গিলে চেহারার রোগা-পাতলা এক লোক। 'আপনের লাইগ্যা খবরের কাগজ আনছি। পুলিশ অহনো ভাবতাছে হেইদিনকার কামডা ব্রাগোনিই ঘটাইছে।'

'তাই নাকি ? বেশ বেশ।' নিজের রিভলভারের ওপর ঝুঁকে পড়ল মাইকেল। 'আর কিছু ?'

'না। এক মহিলা আত্মহত্যা করছে। এই নেন। পড়েন।'

মাইকেলকে খবরের কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল স্ল্যাপি। মাইক বিরস বদনে কাগজের পাতা ওলটাতে লাগল।

একটি খবরের হেডলাইনে তার দৃষ্টি আটকে গেল। ছোট্ট খবর। আগ্রহ নিয়ে পড়ল মাইক। পড়া শেষ করে ফেলে দিল কাগজ। সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা করল। তারপর দরজা খুলে ডাকল, 'অ্যাই, স্ল্যাপি। শুনে যাও। তোমার জন্যে একটা কাজ আছে।'

বেশ খুশি খুশি লাগছে ওয়াল্টার সিলসকে। ল্যাবরেটরিতে দ্রুত পায়ে হাঁটছে। নিজেকে রাজার মতো লাগছে। ইউজেনি টেলর বসে আছে। দেখছে ওকে। তাকে তেমন উৎফুল্ল মনে হচ্ছে না।

'বিখ্যাত হতে কেমন লাগছে ?' জিজ্ঞেস করল টেলর সিলসকে।

'মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে পারলে যেমন লাগবে তেমন লাগছে। মিলিয়ন ডলারেই অ্যামোনিয়াম মেটাল-এর রহস্য বিক্রি করে দেব স্থির করেছি। ঈগল স্টিল-এর স্টাপলস-এর সঙ্গে কথা হবে আজ। ভালো দাম দেবে বলেছে।'

বেজে উঠল ডোর বেল। বেলের শব্দে লাফিয়ে উঠল সিলস, দৌড়ে গিয়ে খুলল দরজা।

'এটা কি ওয়াল্টার সিলস-এর বাড়ি ?' ঘোঁত ঘোঁত করে জানতে চাইল লম্বা, চওড়া এক লোক। অবজ্ঞার দৃষ্টি চোখে।

'জ্বী। আমিই সিলস। আমার সঙ্গে দেখা করতে চান ?'

'হ্যাঁ। আমার নাম জে. থ্রগমর্টন বাঙ্কহেড। আমি অ্যাকমে ক্রোমিয়াম অ্যান্ড সিলভার প্লেটিং কর্পোরেশনের মালিক। আপনার সাথে কথা আছে।'

'ভেতরে আসুন! ভেতরে আসুন! ইনি ইউজেনি টেলর। আমার সহকারী। ওর সামনেই যা বলার বলতে পারেন।'

'বেশ,' বিশাল শরীর ধপ করে একটা চেয়ারে বসল থ্রগমর্টন। 'আমার আগমনের কারণ বোধহয় অনুমান করতে পারছেন।'

'আমার নতুন অ্যামোনিয়াম মেটালের খবরটা শুনেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি দেখতে এসেছি ব্যাপারটা সত্যি কিনা। সত্যি হলে আপনার আবিষ্কার আমি কিনে নিতে চাই।'

'সত্যি না মিথ্যা নিজেই যাচাই করে দেখুন, স্যার,' সিলস বিজনেস ম্যাগনেটকে নিয়ে আর্গন ভর্তি কন্টেনারের সামনে নিয়ে গেল। ওতে খাঁটি অ্যামোনিয়াম ধাতুর কয়েক গ্রাম পড়ে আছে।

'ওই যে ধাতুটা / ডান দিকে তাকান। ওটা অক্সাইড। এমন অক্সাইড যা নিজের বৈশিষ্টকে ছাড়িয়ে গিয়ে অনেক বেশি ধাতব হয়ে উঠেছে। এই অক্সাইডকেই কাগজঅলারা নাম দিয়েছে বিকল্প সোনা।'

বিতৃষ্ণা নিয়ে অক্সাইড দেখল থ্রগমর্টন ব্যাঙ্কহেড। বলল, 'ওটা বাইরে আনুন। ভালো করে দেখি।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল সিলস। 'তা সম্ভব নয়, মিস্টার বাঙ্কহেড। ওগুলো প্রথম অ্যামোনিয়ামের স্যাম্পল। ওগুলো মিউজিয়াম পিস। সংরক্ষণের জন্যে। চাইলে আপনার জন্যে কিছু বানিয়ে দিতে পারি।'

'এ থেকে টাকা পেতে চাইলে কাজটা তো করতেই হবে,' ঘোঁত ঘোঁত করে বলল বাঙ্কহেড। 'আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে আপনার প্যাটেন্ট আমি এক হাজার ডলারে কিনে নিতে রাজি।'

'এক হাজার ডলার!' এক সঙ্গে বলে উঠল সিলস এবং টেলর।

'যথেষ্ট ভালো দাম বলা হয়েছে, ভদ্র মহোদয়গণ।'

'ওর দাম মিলিয়ন ডলারেরও বেশি,' রাগে গরগর করে উঠল টেলর। 'এটা একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। একটা সোনার খনি।'

এক মিলিয়ন। আপনারা আসলে স্বপ্ন দেখছেন, ভদ্র মহোদয়গণ। সত্যি

বলতে কি আমার কোম্পানি অ্যামোনিয়ামের ওপর কয়েক বছর ধরে গবেষণা করে আসছে। সমস্যাটার সমাধান প্রায় করে এনেছি আমরা। তার আগেই দুর্ভাগ্যবশত এ জিনিস আপনারা আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই আপনাদের পেটেন্ট আমি কিনে নিতে চাই। আপনারা বিক্রি করতে না চাইলে আমরা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ধাতুটা বাজারজাত করব।'

'করেই দেখুন। স্রেফ মামলা ঠুকে দেব,' হুমকি দিল টেলর।

'দীর্ঘদিন মামলার চালানর মতো ক্ষমতা পকেটে আছে তো?' খ্যাকখ্যাক হাসল বাঙ্কহেড। 'আমার আছে। তবে আমি একেবারে অবিবেচক নই। দামটা আরো এক হাজার বাড়িয়ে দিতে পারি।'

'আমাদের দামের কথা তো শুনেছেনই,' পাথর গলায় বলল টেলর, 'এর বেশি কিছু আমাদের বলার নেই।'

'ঠিক আছে, ভদ্রমহোদয়গণ,' দরজার দিকে পা বাড়াল বাঙ্কহেড। 'বিষয়টি নিয়ে আবার ভেবে দেখতে বলছি। আপনারা আমার কথাই শেষে মেনে নেবেন এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

দরজা খুলল বাঙ্কহেড। মুখোমুখি হয়ে গেল প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য পিটার কিউ হর্নসওগলের। সে দরজার কি-হোলে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। ফট করে দরজা খুলে যেতে ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। বাঙ্কহেড তার দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকাল, তারপর গটগট করে চলে গেল। সাথে সাথে ভেতরে ঢুকে পড়ল হর্নসওগল। বন্ধ করে দিল দরজা। তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সিলস এবং টেলর।

বাঙ্কহেডের গমন পথের দিকে আঙুল তুলে দেখাল হর্নসওগল। 'ওই লোকটা, ডিয়ার স্যার, প্রচণ্ড ধনী একজন মানুষ। তবে এদেশের অর্থনীতিরও বারোটা বাজাচ্ছে লোকটা। ওই লোকের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন আপনারা।' বুকে হাত বেঁধে মিষ্টি করে হাসল সে ওদের দিকে তাকিয়ে।

'আপনি কে?' বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল টেলর।

'আমি?' ওদের চেয়েও বেশি অবাক হয়েছে হর্নসওগল। 'কেন, আমি ইয়ে পিটার কুইনটাস হর্নসওগল। আমাকে আপনারা নিশ্চয়ই চেনেন। আমি গত বছরও হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এ ছিলাম।'

'আপনার নাম কখনো শুনিনি। কি চান?'

banglainternet.com

'খবরের কাগজে আপনাদের আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শুনে ছুটে এসেছি সাহায্যের জন্যে।'

'কিসের সাহায্য?

'আপনাদেরকে সাহায্য করতে চাই, স্যার। আপনারা তো আর বাইরের জগতটাকে ভালো চেনেন না। নতুন আবিষ্কার আপনাদের অনেক বিপদ ডেকে আনতে পারে। বাঙ্কহেডের মতো বহু ধুরন্ধর মানুষ ওঁৎ পেতে আছে আপনাদের আবিষ্কার হাতিয়ে নেয়ার জন্যে। আমি বাইরের পৃথিবীটাকে ভালো চিনি। এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতাও আছে প্রচুর। আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারব। যেমন—'

'কোনো প্রয়োজন নেই,' ততক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল সিলস, উঠে দাঁড়াল। 'বেরিয়ে যান! আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? পুলিশ ডাকার আগে এখান থেকে কেটে পড়ুন।'

'প্রফেসর সিলস, দয়া করে উত্তেজিত হবেন না।' সিলসের রাগী চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছে প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য। দরজার দিকে পা বাড়াল। টেলর খুলে দিল দরজা। হর্নসওগল চৌকাঠের বাইরে পা রাখা মাত্র দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল টেলর।

একটা চেয়ারে বসে পড়ল সিলস। 'এখন কি করব, জেনি? লোকটা মাত্র দু'হাজার ডলার নিয়ে সাধল। অথচ এক হপ্তা আগেও আমি কত স্বপ্ন দেখেছি—'

'ভুলে যান। ব্যাটা ব্লাফ দিচ্ছে। শুনুন, আমি স্টাপলসকে খবর দিচ্ছি। আমাদের প্রত্যাশিত দামেই পেটেন্ট বিক্রি করে দিতে পারব বলে আশা করি। আর বাঙ্কহেড যদি কোনো ঝামেলা করে তো যাক, সেটা স্টাপলসের মাথা ব্যথা।' সিলসের কাঁধ চাপড়ে দিল সে। 'আমাদের ঝামেলা কিন্তু মিটে গেছে।'

ভুল। টেলর জানে না তাদের ঝামেলা মাত্র শুরু হয়েছে।

ওয়াল্টার সিলস-এর বাড়ির রাস্তার ও পাশে রোগা-পাতলা, বেঁটে একটা লোক বাড়িটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ হলো মাইক দ্য স্লাগের সাগরেদ স্ন্যাপি। বাড়িতে ঢোকার রাস্তা খুঁজছে সে। কি ভাবে ঢোকা যায় তার প্ল্যান করছে।

banglainternet.com

ও বাড়িতে ঢোকার চিন্তা করছে আরো দু'জন—বাঙ্কহেড এবং হর্নসওগল। সিলস-এর আবিষ্কারের ফর্মূলা চুরি করার বদ মতলব তাদেরও। তবে বাঙ্কহেড ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে তার এক সোর্সের সাথে কথা বলেছে। এখন শুধু ঘটনা ঘটার অপেক্ষা।

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে জেগে উঠল ওয়াল্টার সিলস। নিচে কিসের যেন শব্দ হল না? কনুই দিয়ে গুঁতো মারল সে টেলরকে।

'জেনি! জেনি! ওঠ!'

'অ্যাঁ,' গুঁতো খেয়ে জেগে গেল ইউজেনি টেলর। ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। 'কি হয়েছে?কেন রাত দুপুরে খোঁচাখুচি—'

'চুপ কর। কান পেতে শোনো। কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

'কি শুনব? খামোকা কেন যে বিরক্ত করেন!'

সিলস ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল। চুপ হয়ে গেল অপরজন। নিচে, ল্যাবরেটরি থেকে খচমচ শব্দ আসছে।

টেললের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, ঘুম মুহূর্তে উধাও। 'চোর!' ফিসফিস করে বলল সে।

চুপি সারে বিছানা থেকে নেমে পড়ল দু'জনে, বাথরোব পেঁচিয়ে, পায়ে স্লিপার গলিয়ে পা টিপেটিপে এগোল দরজার দিকে। টেলরের একটি রিভলভার ছিল। ওটা নিয়ে আগে আগে সে চলল। নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

মাত্র অর্ধেক সিঁড়ি বেয়েছে, হঠাৎ কে যেন বিকট আর্তনাদ করে উঠল নিচে। পরক্ষণে ধুপধাপ, দুড়ম দাড়ুম শব্দ। কয়েক সেকেন্ড এরকম চলল। তারপর কাঁচ ভাঙার শব্দ শোনা গেল।

'আমার অ্যামোনিয়াম।' আঁতকে উঠল সিলস। টেলর বাধা দেয়ার আগেই তীর বেগে ছুটল সে।

ঝড়ের বেগে ল্যাবে ঢুকে পড়ল সিলস। পেছন পেছন তার সহকারী। আলো জ্বালল। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ ঝলসে গেল ঘরের দুই আগন্তুকের। তারা মেঝেতে শুয়ে কুস্তি লড়ছিল। আলো জ্বলে উঠতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পরস্পরের কাছ থেকে।

banglainternet.com

টেলর তাদের দিকে বন্দুক তাক করে বলল, 'কাজটা মোটেই ভালো হচ্ছে না।'

একজন সিধে হল মেঝে থেকে। বীকার আর ফ্লাস্কের ভাঙা কাঁচের গুঁড়ো গড়িয়ে পড়ল গা থেকে। লোকটা কব্জি কেটে গেছে। হাত চেপে ধরে আছে। এ পিটার কিং হর্নসওগল।

রিভলভারের দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে সে বলল, 'কোনো সন্দেহ নেই পুরো ঘটনাই রহস্যময়। তবে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিতে পারি আমি। দেখতেই পাচ্ছেন, এমন দুর্যোগ সয়েও আপনাদের কাছে আবার এসেছি আমার প্রস্তাবটা নিয়ে।'

'জানতাম আপনাদের ওপর কার কার বদনজর আছে। তাই আপনাদের বাড়ির ওপর আজ রাতে সতর্ক নজর রাখার সিদ্ধান্তে নিই আমি। কিন্তু সতর্ক হয়ে উঠে এই কাপুরুষ ব্যাটাকে দেখে।' নাক ভোঁতা, নোংরা চেহারার লোকটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল সে। হতভম্ব হয়ে বসে আছে সে এখন মেঝেতে। 'জানালা দিয়ে চোরের মতো ভেতরে ঢুকছিল ব্যাটা।'

'আমি আমার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্রিমিনালটাকে অনুসরণ করতে থাকি। উদ্দেশ্য আপনাদের মহামূল্যবান আবিষ্কার রক্ষা করা। তারপর ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। বুঝতেই পারছেন আপনাদের ব্যাপারে আমি কত সিরিয়াস?'

বিদ্রুপের হাসি ঠোঁটে শুকিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যের গল্প শুনছিল টেলর। বলল, 'বেশ গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারেন তাই না, মিস্টার কিউ?'

মেঝেতে শুয়ে থাকা চোরটা এবার জোর গলায় বলে উঠল, 'সত্যি ওস্তাদ। এই ভোটকুটা খামোকা আমার ওপর হামলা চালাইছে। আমার কোনো দোষ নাই, ওস্তাদ। আমি খালি হুকুম তামিল করতেছিলাম। আমারে এক লোক ভাড়া করছে। কারো ওপর হামলা করার নিয়ত আমার নেই... ওস্তাদ... এই লোক খালি খালি...'

'চোপ, মিথ্যাবাদী!' গর্জে উঠল হর্নসওগল। 'চোরের মা'র বড় গলা!'

'আপনারা দু'জনেই চুপ করুন,' ভীতিকর ভঙ্গিতে হাতের অস্ত্রটা নাচাল টেলর। 'আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি। তাদেরকে আপনাদের গল্প শোনান গে। ভালো কথা, প্রফেসর, সব ঠিক আছে তো?'

banglainternet.com

'মনে হয়।' গবেষণাগারের ওপর চোখ বোলান শেষ সিলসের।

'খালি কাঁচের ভাস ভেঙেছে ওরা। এ ছাড়া সব ঠিক আছে।'

'বেশ।' বলল টেলর। তারপর কি যেন দেখে ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলল।

হলওয়ে থেকে ভেতরে ঢুকছে রিভলভার হাতে এক লোক। মাথার হ্যাট চোখের ওপর ফেলা। সে টেলরের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'ফেলে দাও ওটা!'

যন্ত্রচালিতের মতো অস্ত্রটা হাত থেকে পড়ে গেল টেলরের। আগন্তুক ঘরের চার মূর্তির দিকে বিদ্রুপের দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, 'বেশ! আরো দু'জন আমার ওপর বাটপারি করতে চেয়েছে অ্যাঁ? আচ্ছা, এবার দেখাচ্ছি মজা।'

সিলস এবং টেলর হাঁ করে তাকিয়ে আছে আগন্তুকের দিকে, হর্নসওগলের দাঁত কপাটি লেগে গেছে। চোরটা ভীত ভঙ্গিতে পিছু হঠতে হঠতে বলল, 'খাইছে। এইডা দেহি মাইক দ্য স্লাগ।'

'হ্যাঁ,' ধমকের সুরে বলল মাইক। 'আমিই মাইক দা স্লাগ। অনেকেই আমাকে চেনে। এবং তারা জানে রিভলভারের ট্রিগার টেপার জন্যে আমার হাতের আঙুল সব সময় নিশপিশ করতে থাকে। এই যে টাকু প্রফেসর, এদিকে আসুন। কি সব নকল সোনা-টোনা বানিয়েছেন। আমি পাঁচ গোনার আগেই ওটা দিয়ে দিন।'

ঘরের কোণার দিকে আস্তে আস্তে এগোল সিলস। মাইক তাকে যাবার রাস্তা করে দিতে পেছনে সরতেই ধাক্কা খেল একটা শেলফের সঙ্গে। সোডিয়াম সালফেট সল্যুশনের ছোট একটা কাঁচের বোতল নিচে পড়ে ভেঙে চুর চুর হয়ে গেল।

banglainternet.com

আঁতকে উঠল সিলস। 'মাইগড। সাবধান! এটা নাইট্রোগ্লিসারিন।'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র লাফ দিল মাইক। আর এ সুযোগটা কাজে লাগাল টেলর। ফ্লাইং কিক মেরে বসল মাইককে। একই সময়ে সিলস এগোল টেলরের অস্ত্র দিয়ে বাকি দু'জনকে কভার করতে। তবে তার দরকার ছিল না। মাইক দ্য স্লাগকে দেখে ইতোমধ্যে দু'জনেই খোলা জানালা দিয়ে কেটে পড়েছে।

ওদিকে টেলর এবং মাইক দ্য স্লাগ পরস্পরকে কুস্তির প্যাঁচে আটকে জড়াজড়ি করে চলেছে ল্যাবের মেঝেতে। আর পিস্তল হাতে সিলস লাফাচ্ছে। তাগ করার চেষ্টা করছে। সুযোগ পেলেই গ্যাংস্টারটার কপাল ফুটো করে দেবে।

কিন্তু সে সুযোগ এল না। মাইক হঠাৎ টেলরের থুতনিতে দড়াম করে এক ঘুষি মেরে মুক্ত করে নিল নিজেকে। তারপর দৌড় দিল। ভয়ংকর চিৎকার করে সিলস তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু লাগল না গুলি। অক্ষত শরীরে পালিয়ে গেল মাইক। সিলস গুণ্ডাসর্দারের পিছু নেয়া সমীচীন মনে করল না। নজর দিল ঘুষি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সহকারীর দিকে।

ঠাণ্ডা পানির ছিটা মেরে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল টেলরের। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে বসল টেলর। চারপাশের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, 'ওয়াও! একটা রাত গেল বটে!'

গুঙিয়ে উঠল সিলস। 'এখন কি করব, জেনি? এখন দেখছি আমাদের প্রাণ নিয়ে টানটানি। স্বপ্নেও ভাবিনি চোরের হামলা হবে আমার বাড়িতে। আসলে খবরের কাগজে আবিষ্কার সম্পর্কে কথা বলাই উচিত হয়নি।'

'যা হয়েছে হয়েছে। অথচ এ নিয়ে কান্নাকাটি করে লাভ নেই। এখন আমাদের দরকার চমৎকার একটা ঘুম। চোরগুলো আজ রাতে আর আসবে না। কাল আপনি ব্যাঙ্কে গিয়ে কাগজপত্রগুলো ভোল্টে রেখে আসবেন। স্ট্যাপলস বিকেল তিনটার সময় আসবে। তখন ওর সঙ্গে কথা বলব। তারপর আর কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

চেহারা করুণ করে বলল সিলস, 'অ্যামোনিয়াম বড় ঝামেলার বিষয়। এটা নিয়ে গবেষণা করাই উচিত হয়নি আমার। এরচে' আকরিক নিয়ে গবেষণা অনেক ভালো ছিল।'

banglainternet.com

ব্যাঙ্কে এসেছে ওয়াল্টার সিলস। রাস্তার পাশেই ব্যাঙ্ক। রিভলভিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে, দু'জন লোক ওর রাস্তা আটকে দাঁড়াল। একজন শক্ত কি একটা ঠেসে ধরল বুকে, পাঁজরে লাগল খুব। "আঁক" করে উঠল সিলস। বরফ ঠাণ্ডা একটা কণ্ঠ ফিসফিস করে কানের পাশে, 'আস্তে, টাকু। কাল রাতে আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছেন চিৎকার করলে তা এখন কড়ায়গণ্ডায় শোধ করে দেব।'

ভয়ে কেঁপে উঠল সিলস। স্থির হয়ে গেল। মাইক দ্য স্লাগের কণ্ঠ চিনতে পেরেছে।

'ফর্মূলাটা কই?' জিজ্ঞেস করল মাইক। 'জলদি বের করুন।'

'জ্যাকেটের পকেটে', কাঁপা গলায় বলল সিলস।

মাইকের সঙ্গী হাত ঢুকিয়ে দিল সিলসের জ্যাকেটে। বের করে আনল এক তাড়া ফুল স্কেপ কাগজ।

'এইডা, মাইক?'

মাথা ঝাঁকাল গুণ্ডা সর্দার। 'হ্যাঁ। সে জিনিসের খোঁজে এসেছি তা পেয়ে গেছি। ঠিক আছে টাকু। আপনি এখন যেতে পারেন।'

সিলসকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দিল দুই গুণ্ডা। তারপর ঝটপট তাদের গাড়িতে উঠে পড়ল। উধাও হয়ে গেল চোখের পলকে। ফুটপাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল সিলস। কয়েকটি সদয় হাত এগিয়ে এল তাকে উঠতে সাহায্য করতে।

'ঠিক আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সিলস। 'আমি একাই উঠতে পারব।'

সিদে হল প্রফেসর। টলতে টলতে ব্যাঙ্কে ঢুকল সিলস। এবারের মতো জানে বেঁচে গেছে বলে সৃষ্টিকর্তার কাছে শোকর আদায় করল। তবে ওর আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কারণ টেলর আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল ওকে।

'যাক যা হবার হয়ে গেছে', এরকম একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল সিলস। খুলল মাথার টুঁপি। টাকের সাথে বাঁধা স্যুইট ব্যান্ডের নিচ থেকে কতগুলো কাগজ বের করল। পাঁচ মিনিট লাগল কাগজগুলো ভল্টে জমা দিতে। ইস্পাতের দরজাটা বন্ধ হতে নিশ্চিন্ত বোধ করল সে।

banglainternet.com

বাড়ি ফেরার পথে গুণ্ডাদের কথা ভাবছিল সিলস। মনে মনে বলল, 'ওরা ওই ফর্মূলা অনুসারে কাজ করতে গেলেই সেরেছে। ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের শিকার হবে গুণ্ডাগুলো।'

বাড়ি এসে দেখে গেটের সামনে জনা তিনেক পুলিশ অলস ভঙ্গিতে পায়চারী করছে।

'পুলিশ প্রহরা,' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল টেলর। 'গত রাতের মতো আর ঝামেলা পোহাতে হবে না।'

সিলস রাস্তার ঘটনাটা জানাল তার সহকারীকে। মুখ অন্ধকার করে গল্পটা শুনল টেলর। তারপর বলল, 'তবে ওরা আর কিছুই করতে পারবে না। স্ট্যাপলস ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে চলে আসছে। এতক্ষণ পুলিশ তো থাকছেই। তারপর,' কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'সমস্ত দায়দায়িত্ব স্টাপলসের।'

'শোনো জেনি,' বলল রসায়নবিদ, 'অ্যামোনিয়াম নিয়ে আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছি। এখন ওটার গিলটি করার ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। আর এটাই সবচে জরুরি বিষয়। স্ট্যাপলস এল আর ওদিকে দেখলাম জিনিসটা থেকে কিছুই পাইনি আমরা। তখন খুবই বাজে হবে ব্যাপারটা।'

'হুমম,' থুতনি চুলকাতে চুলকাতে বলল টেলর, 'ঠিকই বলেছেন। তবে স্ট্যাপলস আসার আগে কিছু একটা গিলটি করে ফেলি আমরা। যেমন ধরুন চামচ বা এরকম কিছু একটা।'

দুপুরের খাওয়া সেরে কাজে লেগে গেল ওরা। বেশ কিছু জিনিস জোগাড় করতে হয়েছে। একটি আয়তাকার টবের মধ্যে অ্যামোনালিনের সল্যুশন রয়েছে। ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে পুরান একটা চামচ আর অ্যানোড হচ্ছে অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম। তিনটি ব্যাটারি বিদ্যুৎ প্রবাহের কাজ চালাবে।

উৎসাহের সাথে ব্যাখ্যা করছে সিলস, 'সাধারণ তামার গিলটির মতো একই নিয়মে এটা কাজ করবে। অ্যামোনিয়াম আইওন বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হলে ক্যাথডের প্রতি আকর্ষিত হবে, আর ক্যাথোড হল চামচ। সাধারণ ক্ষেত্রে এটা ভেঙে যেত। কিন্তু অ্যামোনালিনে দ্রবীভূত হবার সময় এটার ক্ষেত্রে তা ঘটবে না। অ্যামোনালিন খুবই সামান্য আয়নাইজড করা হয়েছে আর অক্সিজেন নির্গত হচ্ছে অ্যানোডের প্রতি।'

'তবে এটা হল থিওরী, প্র্যাকটিস কি বলে সেটা এখন দেখার বিষয়।'

চাবি ঘোরাল সিলস, শ্বাস বন্ধ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল টেলর। কিন্তু একমুহূর্ত কিছুই ঘটল না। হতাশ দেখাল টেলরকে। এমন সময় তার কনুই খামচে ধরল সিলস। 'দ্যাখো।' হিসিয়ে উঠল সে, 'অ্যানোডের দিকে তাকাও।'

স্পঞ্জের মতো অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম থেকে বাবল গ্যাস বেরুতে

banglainternet.com

শুরু করেছে। চামচটার দিকে তাকাল ওরা। ওটার রং বদলাচ্ছে। রূপোলি রংটা ধীরে ধীরে তার উজ্জ্বল্য হারাচ্ছে। আস্তে আস্তে হলুদ একটা আস্তরণ ফুটে উঠছে চামচের গায়ে। মিনিট পনেরো প্রবাহিত হল বিদ্যুৎ, তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে সার্কিট খুলে ফেলল সিলস।

'দারুণভাবে গিলটি করেছে,' বলল সে।

'বেশ। জিনিসটা বের করে আনুন। দেখি একবার।'

'কি?' অবাক হল সিলস। 'বের করে আনব? ওটা খাঁটি অ্যামোনিয়াম। বাইরে আনলে বাতাসের সংস্পর্শে জলীয় বাষ্প শুকিয়ে যাবে। তা করা যাবে না।'

সে টেবিলে মোটাসোটা একটা যন্ত্র রাখল। 'এটা,' বলল সিলস। 'একটা কমপ্রেসড-এয়ার কন্টেনার। আমি এটা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ড্রায়ার্সের মধ্যে চালিয়ে দেব। তখন শুকনো অক্সিজেন বাবল-এ পরিণত হবে ও দ্রবীভূত হয়ে যাবে।'

সে কন্টেনারের নাক চামচের নিচে, সল্যুশনে ঢুকিয়ে দিল। চালু হয়ে গেল মেশিন। বইতে লাগল বাতাস। যাদুর মতো কাজ হল। বিদ্যুৎ গতিতে হলদে গিলটি আরো চকচকে এবং ঝলমলে হয়ে উঠল।

ঢিব ঢিব বুকে দৃশ্যটা দেখছে ওরা, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। বাতাসের প্রবাহ বন্ধ করে দিল সিলস। আশ্চর্য চামটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। মুখে রা নেই।

টেলর ফিসফিস করে বলল, 'ওটা বের করুন। বের করে আনুন! মাই গড!—এ্যাতো সুন্দর!'

banglainternet.com

সিলস পা বাড়াল চামচের দিকে, ফরসেপ দিয়ে ধরল ওটাকে, তরল পদার্থ থেকে বের করে আনল।

তারপর যা ঘটল তার বর্ণনা দেয়া মুশকিল। পরে পত্রিকার সাথে সাক্ষ্যাৎকারেও টেলর বা সিলস কেউই আসলে কি ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

যা ঘটল তা হল—চামচটাকে মুক্ত বাতাসে নিয়ে আসা মাত্র বিকট একটা গন্ধে দূষিত হয়ে উঠল ঘর। এমন বিশ্রী পচা এবং বীভৎস সেই গন্ধ যার কাছে নরকের ভয়ঙ্করতম দুর্গন্ধ কিছু না।

গন্ধের ধাক্কায় শ্বাস বন্ধ হয়ে এলে প্রফে সরের। আঁতকে উঠে চামচটা ফেলে দিল সে। দুজনেই বেধম কাশতে শুরু করল, চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়তে থাকল। সেই সাথে একটানা চলছে হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো।

তীরবেগে চামচটার দিকে ছুটে গেল টলর। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। ওদিকে প্রতি সেকেন্ডে দুঃস্বপ্নের মতো গন্ধটা বেড়েই চলেছে। এই মুহূর্তে করণীয় একটাই ছিল। সেই কাজটাই করল সিলস। চামচটাকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে। টোয়েল্থ এ্যাভিনিউর মাঝখানে, এক পুলিশের গায়ে পড়ল চামচটা। গ্রাহ্য করল না প্রফেসর।

'তোমার জামা খুলে ফেল,' কাশতে কাশতে সহকারীকে বলল সিলস।

'পুড়িয়ে ফেল। তারপর শক্তিশালী কিছু একটা স্প্রে করে দাও ল্যাবে। সালফার পোড়াও। কিংবা লিকুইড ব্রোমাইন নিয়ে এস। যা খুশি কর। জলদি!'

ওরা পাগলের মতো জামা কাপড় খুলছে, এমন সময় টের পেল খোলা দরজা দিয়ে কেউ ঢুকে পড়েছে ভেতরে। এ স্ট্যাপলস। ইস্পাত রাজা বলা হয় তাকে। দরজা খোলা পেয়ে বেশ ভারিক্কি ভাব নিয়ে ঘরে ঢুকল সে।

কিন্তু ঘরে পা দেয়া মাত্র তার গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্যের কথা বেমালুম ভুলে গেল স্ট্যাপলস। বিকট গন্ধটার প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দিশেহারা বোধ করল সে। পরের মুহূর্তে পড়ি মরি করে দৌড়াল রাস্তায়। টোয়েল্ভ এ্যাভিন্যুর পথচারীরা অবাক হয়ে দেখল সুবেশী, ছয় ফুট লম্বা, দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে রাস্তা দিয়ে। সেই সাথে পাগলের মতো নিজের গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলছে।

banglainternet.com

ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত চামচটার ভীতিকর কার্যকলাপ এখনো শেষ হয় নি। যে পুলিশটার গায়ে আছড়ে পড়েছে চামচ সে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। সাথে তার দুই সঙ্গীও। আর আশপাশের বাড়ি ঘরে বিকট গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ার কারণে লোকজন পাগলের মতো চেঁচামেচি করতে করতে বেরিয়ে আসতে লাগল ঘর ছেড়ে। দমকল বাহিনী ম্যাসাকারের খবর পেয়ে ছুটে এল। তবে গাড়ি ফেলে রেখে তারাও ভোঁ দৌড়। এক স্কোয়াড্রন পুলিশ এসেছিল। তারাও ছুটে পালাল বীভৎস গন্ধের কারণে।

সিলস এবং টেলর ওদিকে শুধু ট্রাউজার পরে দৌড়াতে দৌড়াতে হাডসন নদীতে চলে এসেছে। এক লাফে পানিতে। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে মুখ হাঁ করে তাজা বাতাস নিতে থাকল।

টেলর সিলসের কানে কানে বলল, 'এ রকম বীভৎস গন্ধ হবার কারণ কি? আপনি বলেছিলেন জিনিসটা টেকসই। আর টেকসই জিনিসের গন্ধ থাকার কথা নয়। ওই বাষ্পের কারণে এমন হয়েছে, না?'

'কস্তুরীর গন্ধ শুঁকেছ কখনো?' গুঙিয়ে উঠল সিলস।

'একটি অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, কোনো ওজন না হারিয়ে ওটা গন্ধ ছড়িয়ে যায়। আমরা মনে হয় ওরকম কিছু একটার বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছি।'

চুপচাপ পানিতে বসে রইল দু'জনে। ভয়ে আছে অ্যামোনিয়াম ভেপারটা আবার বাতাসের ধাক্কায় কখন চলে আসে এদিকে। নিচু গলায় বলল টেলর, 'চামচ রহস্য যখন ওরা বের করে ফেলবে, জানবে কারা বানিয়েছে এ জিনিস তখন আমরা ধরা খেয়ে যাব। জেল ঠেকাতে পারবে না কেউ।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল সিলসের। 'ওই হারামজাদা জিনিসটাকে কেন যে আবিষ্কার করতে গেলাম। ঝামেলা ছাড়া আর কিছু জুটল না ওটা থেকে।' ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল সে।

তার টাক মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে টেলর বলল, 'কাঁদবেন না প্লিজ। আমার বিশ্বাস এ আবিষ্কার আপনাকে বিখ্যাত করে তুলবে। দেশের যেকোনো ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে লুফে নেবে। ভালো দামও পাবেন। তাছাড়া নোবেল প্রাইজও পেয়ে যেতে পারেন।'

banglainternet.com

'তা পারি,' হাসি ফুটল সিলসের মুখে। 'তবে ওই বিকট গন্ধটা দূর করার একটা উপায় বের করতে হবে। আশা করি পেয়ে যাব।'

'আমারও তাই আশা,' বলল টেলর। 'চলুন যাওয়া যাক। এতক্ষণে নিশ্চয়ই চামচটাকে সরিয়ে ফেলেছে ওরা।'

অনুবাদ: অনীশ দাস অপু